সাম্প্রতিক সমাচার আগস্ট – ২০২৫

সূচিপত্র

সেকশন ১ - কালানুক্রমিক সাম্প্রতিক তথ্যাবলী 2
সেকশন – ২: বিশেষ তথ্যাবলি 5
বাংলাদেশ বিষয়াবলি: 5
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি: 7
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস ও প্রতিপাদ্য: 9
সেকশন – ৩: রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য 9
বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান- ২০২৪ 9
টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২৫: 10
বিশ্ব বাসযোগ্যতার সূচক - ২০২৫ 11
সেকশন – ৪: পদক-পুরস্কার ও সম্মেলন সংক্রান্ত তথ্য 11
সাফ অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ 11
ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ ২০২৫ 11
সিমন বলিভার পুরস্কার 12
ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন ২০২৫ 12
সেকশন ৫ – টিকা, সম্পাদকীয় ও তথ্য বিশ্লেষণ 12
১. মার্কিন শুল্ক কমানোর প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশে কূটনৈতিক সাফল্য এবং অদৃশ্য চ্যালেঞ্জ 12
২. বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সংকট ও উত্তরণের পথ 14
৩. থাইল্যান্ড–কম্বোডিয়া সীমান্ত সংঘাত: ইতিহাস, কারণ ও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট 15
৪. বিশ্ববাণিজ্যে নতুন সমীকরণ: ট্রাম্পের একতরফা শুল্ক নীতি 16
৫. গাজায় মানবিক বিপর্যয়: যুদ্ধের ছায়ায় অভুক্ত মানুষ ও আন্তর্জাতিক উদ্বেগ 17

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

সেকশন ১ - কালানুক্রমিক সাম্প্রতিক তথ্যাবলী

জুলাই – ০১

- ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট কার্যকর হয়।
- আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।
- পুলিশের ঢাকা ও ময়মনসিংহ রেঞ্জের সকল জেলার থানায় অনলাইনে সাধারণ ডায়েরি (GD) করার সেবা চালু।
- জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মরণে মাসব্যাপী কর্মসূচি উদ্বোধন।
- ফোনের কথাবার্তা ফাঁসের ঘটনায় থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রাকে সাময়িক বরখাস্ত করে দেশটির সাংবিধানিক আদালত।
- ফ্রান্স সরকার সৈকত, পার্ক, বাসস্টপ, স্কুলের আশপাশে শিশুদের উপস্থিতি রয়েছে এমন স্থানে ধুমপান নিষিদ্ধের ঘোষণা কার্যকর হয়।
- যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা USAID আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

জুলাই – ০২

- প্রথমবারের মতো নারী এশিয়া কাপের মূল পর্বে স্থান পায় বাংলাদেশ।
- জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (IAEA) সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সহযোগিতা স্থগিত করে ইরান।
- দক্ষিণ এশিয়ার চতুর্থ দেশ হিসেবে শ্রীলংকায় স্টারলিংক সেবা চালু হয়।

জুলাই– ০৩

- উপদেষ্টা পরিষদে 'সরকারি চাকরি (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫'- এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন।
- বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয় রাশিয়া।
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'বিগ বিউটিফুল বিল' কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে পাস।

জুলাই – ০৪

- সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিকৃবি) 'জুলাই ৩৬ গেইট' উদ্বোধন করা হয়।

জুলাই – ০৫

- বিশ্বের প্রথম বায়োমেট্রিক মেটাল ক্রেডিট কার্ড বাংলাদেশে চালু করে ইস্টার্ন ব্যাংক।

জুলাই – ০৬

- ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে শুরু হয় ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন- ২০২৫।

জুলাই – ০৮

- দেশে ডিজিটাল ওয়ালেট সেবা 'পাঠাও পে' চালু হয়।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আফগানিস্তানের তালেবানের দুই শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।
- শিশুদের জন্য ম্যালেরিয়ার প্রথম ওষুধ অনুমোদন দেয় সুইজারল্যান্ড।

জুলাই– ১০

- বাংলাদেশে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের মিশন স্থাপন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকের খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ।
- উপদেষ্টা পরিষদের ৩৩তম বৈঠকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫'- এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন।
- মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন।
- Code of Criminal Procedure (Amendment) Ordinance, ২০২৫ জারি।
- বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে দেশের প্রথম রোবটিক-রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার চালু।
- উপদেষ্টা পরিষদ Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

Treatment or Punishment এ পক্ষভুক্ত হওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করে।

- ❖ মালয়েশিয়ার জোহর বাহরুতে বাংলাদেশের নতুন কনস্যুলেট জেনারেল স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়।
- ❖ সামরিক আইন জারির ঘটনায় দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল আটক।

জুলাই – ১১

- ❖ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর আসিয়ান রিজিওনাল ফোরামের ৩২ তম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত।
- ❖ ২০২৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে ইতিহাসে প্রথমবার নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করে ইউরোপীয় দেশ ইতালি।
- ❖ কুর্দি বিদ্রোহী সংগঠন কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (PKK) আনুষ্ঠানিক অস্ত্র সমর্পণ শুরু।

জুলাই – ১২

- ❖ বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট জোহানেস জাট চারদিনের সফরে ঢাকায় আসেন।

জুলাই – ১৩

- ❖ সিরিয়ার প্রেসিডেন্সি দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ সুয়েইদায় বেদুইন আরব গোষ্ঠী এবং সশস্ত্র দ্রুজ যোদ্ধাদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।
- ❖ গাজায় মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক অলাভজনক সংস্থা ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের (এফএফসি) পরিচালিত 'হান্দালা' জাহাজটি ইতালির এক বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে।

জুলাই – ১৪

- ❖ 'জুলাই উইমেন্স ডে' পালিত।
- ❖ জুলাই শহিদদের স্মরণে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভের উদ্বোধন হয় নারায়ণগঞ্জে।
- ❖ ইরানের পার্লামেন্টে গুপ্তচরবৃত্তির শাস্তি বাড়ানোর সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন।

জুলাই – ১৬

- ❖ 'জুলাই শহিদ দিবস' উপলক্ষে রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালন।
- ❖ শ্রীলংকার মাটিতে প্রথমবারের মতো T20 সিরিজ জয় পায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল।
- ❖ যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যের উপকূলে ৭.৩ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে।

জুলাই– ১৭

- ❖ ইউক্রেনের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কো।

জুলাই – ১৮

- ❖ 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিরোধ দিবস' পালিত।
- ❖ বাংলাদেশে স্টারলিংক আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু।
- ❖ মিডিয়া মোগল রুপার্ট মারডক ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ১,০০০ কোটি ডলারের মানহানির মামলা করেন যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্প।
- ❖ রাশিয়ার ওপর ১৮তম নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজ ঘোষণা করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)।

জুলাই – ২০

- ❖ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে প্রথমবারের মতো দুটি চেম্বার আদালতে বিচার কাজ শুরু।
- ❖ বাণিজ্যঘাটতি কমাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরকারিভাবে গম আমদানি করতে সমঝোতা স্মারক সই।
- ❖ ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান মৃত্যুবরণ করেন।

জুলাই – ২১

- ❖ ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল ক্যাম্পাসে প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়।
- ❖ খুলনা ও বরিশাল রেঞ্জ এবং খুলনা ও বরিশাল মেট্রোপলিটনের সকল থানায় অনলাইনে সাধারণ ডায়েরি(GD) সেবা চালু হয়।
- ❖ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় পদত্যাগ করেন।

জুলাই– ২২

- ❖ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ শুরু।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- ইউনেস্কো থেকে পুনরায় বের হওয়ার ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র।
- তেহরানে রাশিয়া-চীন-ইরান ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত।
- মিগ-২১ যুদ্ধবিমান ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেয় ভারত।

জুলাই – ২৩

- বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জন্মশতবার্ষিকী।
- সরকারি চাকরি (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি
- মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।
- রাশিয়া-ইউক্রেন তৃতীয় দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত।

জুলাই – ২৪

- সাবেক অর্থসচিব জাকির আহমেদ খানকে প্রধান করে নতুন পে কমিশন গঠন।
- সীমান্ত বিরোধ নিয়ে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে সংঘাত শুরু হয়।
- ভারত ও যুক্তরাজ্য ৬ বিলিয়ন বা ৬০০ কোটি ব্রিটিশ পাউন্ডের ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সই।

জুলাই – ২৬

- চীনের সাংহাইয়ে 'বিশ্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সম্মেলন- ২০২৫' শুরু।

জুলাই – ২৭

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন (আইসিজেআর-১) অনুষ্ঠিত হয়।

জুলাই – ২৮

- দ্বিতীয় ধাপে ১০ জন শহীদসহ তিন ক্যাটাগরির আহত আরও ১ হাজার ৭৫৭ জন জুলাই যোদ্ধার গেজেট প্রকাশ করেছে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়।

জুলাই – ২৯

- বাংলাদেশে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দেয়- হংকংভিত্তিক টেক্সটাইল ও পোশাক চেইন 'হান্ডা ইন্ডাস্ট্রিজ'।

জুলাই– ৩০

- রাশিয়ার পূর্ব উপকূলে ৮ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে।
- ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

জুলাই – ৩১

- ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর) মুদ্রানীতি ঘোষণা।

Warnning: Live MCQ™-এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

সেকশন – ২: বিশেষ তথ্যাবলি

(বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য)

❖ বাংলাদেশ বিষয়াবলি:

- সরকারি গেজেট অনুযায়ী, জুলাই শহীদের সংখ্যা বর্তমানে ৮৪৪ জন; এর মধ্যে নারী শহীদের সংখ্যা ১০ জন।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে সর্বমোট প্রবাসী আয় এসেছে- ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার; প্রবৃদ্ধি ২৬. ৮০ শতাংশ।
- বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের একক বৃহত্তম বাজার- যুক্তরাষ্ট্র।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ৮৭৬ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। তার বিপরীতে বাংলাদেশ আমদানি করেছে ২৫০ কোটি ডলারের পণ্য।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে মোট ৬১ বিলিয়ন বা ৬ হাজার ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি আয়ে ৮.৫৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।
- 'ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমন্ট রিপোর্ট-২০২৫' অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) এসেছে ১২৭ কোটি ডলার।
- জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের 'বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০২৫' প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা ১৭ কোটি ৫৭ লাখ।
- বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান ২য়।
- UNFPA এর প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমানে বাংলাদেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যা প্রায় ১১ কোটি ৫০ লাখ।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) তথ্যানুসারে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ৩৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে- ৮.৮৪ শতাংশ।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ মোট ৪.০৮৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করেছে।
- জনসংখ্যা নীতি ২০২৫ অনুসারে, দেশের প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১ হাজার ১১৯ জন বাস করে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে- ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
- নারায়ণগঞ্জে দেশের প্রথম 'জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ' উদ্বোধন করা হয়েছে।
- বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি সুদের হার (এসডিএফ) হার ৮ শতাংশ।
- বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন।
- বর্তমানে দেশের ৩১টি ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং সেবার সাথে যুক্ত।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বেসরকারি খাতের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর টেকসই রেটিং তালিকায় ১০টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থান পেয়েছে।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় মূল্যস্ফীতির হার ১০ দশমিক ০৩ শতাংশ।
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধেরনতুন হেল্পলাইন নাম্বার- ১০৯।
- বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য মাল্টিপল ভিসা চালু করে মালয়েশিয়া।
- বাংলাদেশে বর্তমানে মেটাল ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে- ইস্টার্ন ব্যাংক।
- বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো স্বতন্ত্র আইএফআরএস প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে- ব্র্যাক ব্যাংক।
- বাংলাদেশে প্রথম ক্রেডিট কার্ড সেবা চালু করে- এএনজেড গ্রিন্ডলেজ ব্যাংক (বর্তমানে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড)।
- গৌরবময় অবদান রাখায় প্রথমবারের মতো আইএমও সম্মাননা পেয়েছে- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।
- বাংলাদেশের নতুন কনস্যুলেট জেনারেল স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয়েছে- জোহর বাহরু, মালয়েশিয়াতে।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- বর্তমানে প্রায় ১৪৮টি দেশে বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি হচ্ছে।
- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে কাঁঠাল উৎপাদনে বাংলাদেশ দ্বিতীয়।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের হার ৬৭ দশমিক ৮৫ শতাংশ।
- দেশের প্রথম অ্যাপ-ভিত্তিক সোশ্যাল কারেন্সি কার্ড চালু করেছে - ইস্টার্ন ব্যাংক (ইবিএল)।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে মোট ১৩ লাখ টন চাল আমদানি হয়েছে।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানিতে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এর অবদান ১৭.০৩ শতাংশ।
- 'এক্সারসাইজ টাইগার লাইটনিং (টিএল)'- বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক মহড়া।
- রপ্তানিকৃত মৎস্য সম্পদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি হয় - কাঁকড়া।
- প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের শীর্ষ বাজার- ভারত।
- 'কালি ও কলম তরুণ কবি ও লেখক পুরস্কার ২০২৪' পেয়েছেন- ৫ জন।
- বাংলাদেশের প্রথম ছয় লেনের সেতু মধুমতী সেতু।
- প্রস্তাবিত তৃতীয় মেঘনা সেতুর দৈর্ঘ্য- ৩.১৩ কিলোমিটার।
- বাঘ জরিপ- ২০২৪ অনুযায়ী, সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১২৫টি।
- সম্প্রতি, বাংলাদেশের দুই সাঁতারু- মাহফিজুর রহমান সাগর ও নাজমুল হক হিমেল ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন।
- WCO এর কোড অনুযায়ী রপ্তানির তালিকায় বাংলাদেশের মৌলিক পণ্যের সংখ্যা- ৭৫১টি।
- ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ অবস্থানে আছে-বাংলাদেশ।
- বর্তমানে বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীরা বিশ্বের ৩৯টি দেশে ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন।
- দেশের প্রথম ব্যাংক হিসেবে বাজার মূলধন এক বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে- ব্র্যাক ব্যাংক।
- বাংলাদেশে প্রথম ইইউ জিএমপি সনদ অর্জন করেছে রেনাটা পিএলসি।
- চট্টগ্রাম বন্দরের নিউ মুরিং কনটেইনার টার্মিনাল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পেয়েছে- চট্টগ্রাম ড্রাই ডক লিমিটেড (সিডিডিএল)।
- জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে নির্মিত তথ্যচিত্রের নাম 'শ্রাবণ বিদ্রোহ'।
- দেশসেরা বৈজ্ঞানিক জার্নাল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে- জার্নাল অব অ্যাডভান্সড ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল রিসার্চ (জাভার)।
- ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি আরবের নতুন রাষ্ট্রদূতের নাম ড. আব্দুল্লাহ জাফর এইচ বিন আবিয়াহ।
- বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক।
- গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব বিভাগ উচ্চ লবণসহিষ্ণু গমের নতুন জাত 'জিএইউ গম ১' উদ্ভাবন করেছে।
- মহেশখালী শিল্প ও বাণিজ্যিক অঞ্চল পরিচালনার জন্যে গঠিত কর্তৃপক্ষের নাম- মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ [Maheshkhali Integrated Development Authority (MIDA)]।
- 'আমিই রাষ্ট্র: বাংলাদেশে ব্যক্তিতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র' বইয়ের লেখক অধ্যাপক আলী রীয়াজ।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মো. আহসান হাবীব প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ প্যানেলে মনোনীত হয়েছেন।
- সাফ অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে- বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপ খেলবে- ২০২৬ সালে।
- যুব হকি এশিয়া কাপে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

❖ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি:

- IMF এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হার হবে- ৩ শতাংশ।
- সেপ্টেম্বর মাসে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে বলে জানিয়েছে- যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স।
- 'রিং অব ফায়ার' নামক ভূকম্পনপ্রবণ অঞ্চলের অবস্থানম- প্রশান্ত মহাসাগরে।
- 'প্যাট্রিয়ট' হলো- বিশ্বের সর্বাধুনিক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম যা যুদ্ধবিমান, ব্যালেস্টিক মিসাইল ও ক্রুজ মিসাইল চিহ্নিত করে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অননুমেয় আচরণকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের ভাষায় নামকরণ করা হয়- ম্যাডম্যান থিওরি' বা 'খ্যাপাটে তত্ত্ব'।
- ৫৮তম আসিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়- কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।
- Global Liveability Index 2025 অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে বসবাসযোগ্য শহর- কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক)।
- যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান 'ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ' তথ্যানুসারে, বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ করে- চীন।
- থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও লাওসের সীমানায় অবস্থিত এমারেল্ড ট্রায়াঙ্গল বা পান্না ত্রিভুজ অঞ্চল।
- তিব্বত ও ভারত দিয়ে প্রবাহিত ইয়ারলুং জাংবো নদের ওপর বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণ শুরু করেছে চীন।
- ২০২৫ সালের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে- চেলসি (ইংলিশ ক্লাব)।
- 'হিমার্স (HIMARS)'- অত্যাধুনিক রকেট উৎক্ষেপণব্যবস্থা।
- আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ)- এর সঙ্গে সব ধরনের সহযোগিতা স্থগিত করেছে ইরান।
- সুরিনামের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন- জেনিফার সাইমনস।
- নোবেল পুরস্কারের ইতিহাস এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি নোবেল পুরস্কার জিতেছে- যুক্তরাষ্ট্র (৪২৩টি)।
- বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক রাষ্ট্রপ্রধান (প্রেসিডেন্ট)- পল বিয়া (ক্যামেরুন)।
- বিশ্বে স্বাস্থ্যসেবায় শীর্ষ দেশ তাইওয়ান।
- বিশ্বে রেয়ার আর্থ ম্যাগনেট (দুর্লভ খনিজচুম্বক) সরবরাহকারী শীর্ষ দেশ চীন।
- এফ-৭ বিজিআই (F-7 BGI) যুদ্ধ বিমান।
- জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইশিবার নেতৃত্বাধীন দলের নাম লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)।
- এশিয়া কাপ- ২০২৫ এর আয়োজক দেশ- সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- নারী ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ- ২০২৫ এর শিরোপাজয়ী দল - ইংল্যান্ড।
- শক্তিশালী অ-পারমাণবিক 'গাজাপ' বোমা উন্মোচন করেছে- তুরস্ক।
- উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে প্রায় ২ কোটি ৭০ লাখ টন ন্যানোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে।
- সুদানে আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) নেতৃত্বে 'সমান্তরাল সরকার' ঘোষণা করেছে।
- বিশ্বের প্রথম এআই-চালিত ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে- বেইজিং, চীন।
- জার্মানিতে চালু হয়েছে বিশ্বের প্রথম হাইব্রিড সৌরচালিত কার্গো জাহাজ 'ব্লু মার্লিন'।
- সিরিয়ার নতুন জাতীয় প্রতীক 'সোনালি ঈগল'।
- 'গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেনেসাঁ ড্যাম' নামে নীল নদে বাঁধ নির্মাণ করেছে ইথিওপিয়া।
- রাশিয়ায় চালু নতুন ডিজিটাল বার্তা প্রেরণ অ্যাপের নাম- ম্যাক্স।
- কানাডার কুইবেক অঙ্গরাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা।
- পেরুর উত্তর বারানকা প্রদেশে 'পেনিকো' নামে সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরোনো প্রাচীন শহরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- ইউরেশিয়া মহাদেশের সর্বোচ্চ সক্রিয় আগ্নেয়গিরি 'ক্ল্যুচেভস্কয় (Klyuchevskoy)' আগ্নেয়গিরি অবস্থিত- রাশিয়াতে।
- হায়াত তাহরির আল-শামস (এইচটিএস) গোষ্ঠীর 'সন্ত্রাসী' তকমা প্রত্যাহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
- পঞ্চম প্রজন্মের 'জে-২০এস' যুদ্ধবিমান উন্মোচন করেছে- চীন।
- 'বিএম-২১ (BM-21 Grad)' হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন-উৎপাদিত একটি মাল্টিপল রকেট লঞ্চার সিস্টেম, যা ৪০টি রকেট একযোগে নিক্ষেপে সক্ষম।
- যোগাযোগ স্যাটেলাইট 'নাহিদ-২' উৎক্ষেপণ করেছে- ইরান।
- সমুদ্র সৈকত ও পার্কে ধূমপান নিষিদ্ধ করেছে- ফ্রান্স।
- বিশ্বের প্রথম কোম্পানি হিসেবে ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজারমূল্য অর্জন করেছে- এনভিডিয়া (NVIDIA)।
- 'জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির জন্য এক দেশের বিরুদ্ধে আরেক দেশ মামলা করতে পারবে' এমন ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে- নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত জাতিসংঘের শীর্ষ আদালত আন্তর্জাতিক বিচার আদালত।
- ক্যাস্পিয়ান সাগরে ইরান ও রাশিয়া যৌথ নৌ অনুসন্ধান ও উদ্ধার মহড়া (CASAREX 2025) করেছে।
- 'মিগ-২১' যুদ্ধবিমান রাশিয়ার তৈরি।
- 'টিওআই ১৮৪৬ বি'- আবিষ্কৃত নতুন বড় গ্রহ (সুপার আর্থ)।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) সহযোগী সদস্যপদ পেয়েছে পূর্ব তিমুর ও জাম্বিয়া।
- ১২৮ বছর পর ২০২৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিক আসরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ক্রিকেট।
- বর্তমানে টেস্ট ক্রিকেটে দ্রুততম ৫ উইকেট শিকারী বোলার মিচেল স্টার্ক (অস্ট্রেলিয়া)।
- উইম্বলডন- ২০২৫ পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে - ইয়ানিক সিনার এবং নারী এককে- ইগা সিওনতেক।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

❖ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস ও প্রতিপাদ্য:

তারিখ	দিবসের নাম	প্রতিপাদ্য
১ জুলাই	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস।	-
৩ জুলাই	আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগমুক্ত দিবস।	-
১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস।	ন্যায্য ও সম্ভাবনাময় বিশ্বে পছন্দের পরিবার গড়তে প্রয়োজন তারুণ্যের ক্ষমতায়ন।
১৪ জুলাই	ঐতিহাসিক বাস্তিল দিবস।	-
১৫ জুলাই	বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস।	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল দক্ষতার মাধ্যমে যুবদের ক্ষমতায়ন।
১৬ জুলাই	জুলাই শহিদ দিবস।	-
১৭ জুলাই	আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার দিবস।	-
১৮ জুলাই	নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস।	-
২০ জুলাই	বিশ্ব দাবা দিবস।	-
২৬ জুলাই	আর্ন্তজাতিক ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ দিবস।	-
২৮ জুলাই	বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস।	আসুন এটি ভেঙে ফেলা যাক।
২৯ জুলাই	বিশ্ব বাঘ দিবস।	বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি, সুন্দরবনের সমৃদ্ধি।
৩০ জুলাই	বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস। আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস।	সংঘবদ্ধ অপরাধ মানব পাচার, বন্ধ হোক শোষণের অনাচার।

সেকশন – ৩: রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য

❖ বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান- ২০২৪

প্রতিবেদনের শিরোনাম: World Trade Statistics: Key Insights and Trends in 2024.

প্রকাশকাল: : জুলাই, ২০২৫।

প্রকাশক: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)।

রপ্তানি ও আমদানিতে শীর্ষ ৫ দেশ (হিসাব মি.মা.ড.)

রপ্তানি			আমদানি	
তম	দেশ	পরিমাণ	দেশ	পরিমাণ
১ম	চীন	৩,৫৭৬,৭৬৫	যুক্তরাষ্ট্র	৩৩,৫৯,৩১৯
২য়	যুক্তরাষ্ট্র	২,০৬৫,১৮০	চীন	২৫,৮৭,২৩৪
৩য়	জার্মানি	১,৬৮২,৮৮৮	জার্মানি	১৪,২৪,৫৪৫
৪র্থ	নেদারল্যান্ডস	৯,২১,৩৫৬	যুক্তরাজ্য	৮,১৫,৯৭৩
৫ম	জাপান	৭০৭,০২৮	নেদারল্যান্ডস	৮,১১,৬৩৩

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

রপ্তানি ও আমদানিতে সার্কভুক্ত দেশসমূহের অবস্থান

রপ্তানি			আমদানি	
তম	**দেশ**	**পরিমাণ**	**দেশ**	**পরিমাণ**
১৮	ভারত	**৪৪২,৬০০**	**ভারত**	৭,০১,৫৯৬
৫৮	**বাংলাদেশ**	৪৭,২৪৫	**বাংলাদেশ**	৬৭,৮৮০
৬৮	**পাকিস্তান**	**৩২,৩২১**	**পাকিস্তান**	৫৬,৪৬৮
৯৪	**শ্রীলংকা**	**১২,৭৭২**	**শ্রীলংকা**	১৮,৮৪১
১৫১	নেপাল	**১,২৪৪**	নেপাল	১৩,২৭৩
১৫৬	**আফগানিস্তান**	৮৮০	**আফগানিস্তান**	৮,৬৩৮
১৫৭	**ভুটান**	৭৭৫	**মালদ্বীপ**	৩,৬৩৭
১৬৬	**মালদ্বীপ**	৩৮৩	**ভুটান**	১,৪৭১

বস্ত্র ও তৈরি পোশাক রপ্তানি ও আমদানিতে শীর্ষ ৫ দেশ

রপ্তানি			আমদানি	
তম	**বস্ত্র**	**তৈরি পোশাক**	**বস্ত্র**	**তৈরি পোশাক**
১ম	**চীন**	**চীন**	**যুক্তরাষ্ট্র**	**যুক্তরাষ্ট্র**
২য়	ভারত	বাংলাদেশ	ভিয়েতনাম	জাপান
৩য়	তুরস্ক	ভিয়েতনাম	বাংলাদেশ	যুক্তরাজ্য
৪র্থ	যুক্তরাষ্ট্র	তুরস্ক	চীন	দক্ষিণ কোরিয়া
৫ম	ভিয়েতনাম	ভারত	জাপান	কানাডা

❖ টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২৫:

প্রতিবেদনের শিরোনাম: **Sustainable Development Report 2025.**

প্রকাশকাল: জুলাই, ২০২৫।

প্রকাশক: জাতিসংঘের Sustainable Development Solutions Network (SDSN)

অন্তর্ভুক্ত দেশ: ১৬৭টি।

প্রতিবেদন অনুসারে -

Sustainable Development Report 2025	
শীর্ষ ৩ দেশ	১. ফিনল্যান্ড, ২. সুইডেন ও ৩. ডেনমার্ক।
সর্বনিম্ন ৩ দেশ	১৬৭. দক্ষিণ সুদান, ১৬৬. মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ও ১৬৫. শাদ।
বাংলাদেশের অবস্থান	**১১৪তম**
সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান	৫৩. মালদ্বীপ, ৭৪. ভুটান, ৮৫. নেপাল, ৯৩. শ্রীলংকা, ৯৯. ভারত, ১১৪. বাংলাদেশ, ১৪০. পাকিস্তান ও ১৬০. আফগানিস্তান।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

❖ বিশ্ব বাসযোগ্যতার সূচক - ২০২৫

প্রতিবেদনের শিরোনাম: Global Liveability Index 2025.

প্রকাশকাল: জুন, ২০২৫।

প্রকাশক: যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্য ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (EIU)।

সূচক অনুযায়ী-

Global Liveability Index 2025	
শীর্ষ ৩ শহর	১. কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক), ২. ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া) ও ৩. জুরিখ (সুইজারল্যান্ড)।
সর্বনিম্ন ৩ শহর	১৭৩. দামেস্ক (সিরিয়া), ১৭২. ত্রিপোলি (লিবিয়া) ও **১৭১. ঢাকা (বাংলাদেশ)।**

সেকশন – ৪: পদক-পুরস্কার ও সম্মেলন সংক্রান্ত তথ্য

❖ সাফ অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

১১-২১ জুলাই ২০২৫ দক্ষিণ এশীয় ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক (SAFF) আয়োজিত ষষ্ঠ অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। ২১ জুলাই ২০২৫ ফাইনালে নেপালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।

- চ্যাম্পিয়ন: বাংলাদেশ (দ্বিতীয়বার)।
- রানার্সআপ: নেপাল।
- ফেয়ার প্লে: শ্রীলংকা
- সেরা গোলকিপার মিলি আক্তার (বাংলাদেশ)।
- টুর্নামেন্ট সেরা মোসাম্মত সাগরিকা (বাংলাদেশ)।
- সর্বোচ্চ গোলদাতা: পূর্ণিমা রায় (নেপাল- ১০)।

রোল অব অনার: বয়সভিত্তিক নারী সাফ			
সাল	**সংস্করণ**	**চ্যাম্পিয়ন**	**রানার্সআপ**
২০১৮	অ-১৮	বাংলাদেশ	নেপাল
২০২১	অ-১৯	বাংলাদেশ	ভারত
২০২২	অ-১৮	ভারত	বাংলাদেশ
২০২৩	অ-২০	বাংলাদেশ	নেপাল
২০২৪	অ-১৯	বাংলাদেশ	ভারত
২০২৫	অ-২০	বাংলাদেশ	নেপাল

❖ ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ ২০২৫

- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অসাধারণ সাফল্য অর্জনকারী ব্যক্তিদের স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান করে থাকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক সংগঠন ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ।
- ২০২৫ সালের সেরা কৃষি খাদ্যের অগ্রদূতের তালিকায় স্থান করে নেয় বিশ্বের ২৭টি দেশের ৩৯ জন ব্যক্তি।
- **এই তালিকায় একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন লাল তীর সিড লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও রাজনীতিবিদ আবদুল আউয়াল মিন্টু।**

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- এই তালিকায় স্থান পাওয়া ব্যক্তিদের ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যের ডেস মইন শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা প্রদান করা হবে।

❖ সিমন বলিভার পুরস্কার

- সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী নেতা সাইমন বলিভারের নামে প্রতিবছর ভেনিজুয়েলার সরকারের পক্ষ থেকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।
- ২০২৫ সালে 'সিমন বলিভার' পুরস্কারে ভূষিত হন ইরানের উপস্থাপিকা সাহার এমামি।
- ১৬ জুন ২০২৫ ইরানের রাষ্ট্রীয় টিভি IRIB'র ভবনে হামলার সময় সেখানে লাইভে ছিলেন উপস্থাপিকা সাহার এমামি। হামলায় টিভির সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়।
- ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ভবন বিধ্বস্ত হওয়ার পর সরে গেলেও কিছুক্ষণ পরই আবারও ফেরেন উপস্থাপনায়। তার এই সাহসিকতার জন্য এই পুরস্কার লাভ করেন।

❖ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন ২০২৫

ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন ২০২৫	
তম	১৭তম
সময়কাল	৬-৭ জুলাই, ২০২৫
স্থান	রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল।
প্রতিপাদ্য	Strengthening Global South Cooperation for a More Inclusive and Sustainable Governance.

সেকশন ৫ – টিকা, সম্পাদকীয় ও তথ্য বিশ্লেষণ

১. মার্কিন শুল্ক কমানোর প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশে কূটনৈতিক সাফল্য এবং অদৃশ্য চ্যালেঞ্জ

আধুনিক বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বিশেষত বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য রপ্তানি আয় জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্প্রতি সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তৃতীয় দফার আলোচনার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপিত বাড়তি শুল্কের হার ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করেছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এটিকে তাদের কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে বর্ণনা করছে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য একটি ইতিবাচক অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

শুল্ক হ্রাসের পটভূমি ও তাৎপর্য

গত এপ্রিলে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি কমানো। বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া সব পণ্যের ওপর আগে থেকেই গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক বিদ্যমান ছিল। প্রস্তাবিত ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক যুক্ত হলে বাংলাদেশকে মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতে হতো, যা দেশের রপ্তানি খাতের জন্য মহাবিপদ স্বরূপ ছিল। এই পরিস্থিতিতে অনেক ব্যবসায়ীর ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

কিন্তু কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে এই শুল্ক ২০ শতাংশে নেমে আসার ফলে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। এখন পুরাতন ১৫ শতাংশ এবং নতুন ২০ শতাংশ মিলিয়ে মার্কিন বাজারে বাংলাদেশি পণ্যে মোট ৩৫ শতাংশ শুল্ক প্রযোজ্য হবে। অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেনের ভাষায়, "মহাবিপদ সুযোগে পরিণত হয়েছে।"

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা

এই শুল্ক হ্রাসের ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজারে একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করেছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের পণ্যে বাড়তি ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যা বাংলাদেশের তুলনায় বেশি। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর জন্য বাংলাদেশের প্রায় সমতুল্য, অর্থাৎ গড়ে ১৯ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক হার ধার্য করা হয়েছে।

বিশেষত ভারতের জন্য শুল্ক হার বেশি হওয়ার ফলে বায়াররা পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে সেদেশে বাণিজ্য করতে কম আগ্রহী হবে। পাকিস্তানের জন্য শুল্ক হার ১৯ শতাংশ হলেও, এক শতাংশের সুবিধার জন্য বায়াররা পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকবে না, কারণ সেদেশের পর্যাপ্ত সরবরাহ ক্ষমতা নেই। বাংলাদেশের মতো নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী বাদ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে অন্য দেশে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।

খাতভিত্তিক প্রভাব বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের বিভিন্ন রপ্তানি খাতে এই শুল্ক হ্রাসের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হবে। পোশাক শিল্পে, যা বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ, কার্যকর গড় শুল্কহার হবে ৩৬.৭৭ শতাংশ। তবে বিভিন্ন পণ্যে শুল্কহার ভিন্ন হবে। উদাহরণস্বরূপ, মানবতন্তু দিয়ে তৈরি সোয়েটারে মোট ৫২ শতাংশ, তুলার সুতার সোয়েটারে ৩৬.৫০ শতাংশ এবং আন্ডারপ্যান্টে ২৬ শতাংশ শুল্ক প্রযোজ্য হবে।

জুতা শিল্পে কার্যকর গড় শুল্ক হবে ২৮.৫০ শতাংশ, যা পূর্বের ৮.৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। চামড়াজাত পণ্যে কার্যকর গড় শুল্কহার ৩২.২০ শতাংশ হবে, যা আগের ১২.২০ শতাংশ থেকে বেড়েছে। এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও প্রাথমিক প্রস্তাবিত ৫০ শতাংশ শুল্কের তুলনায় এটি অনেক সহনীয়।

সম্মুখীন হওয়া চ্যালেঞ্জসমূহ

এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশকে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত সমস্যাগুলো সমাধান করা জরুরি। গ্যাসের অভাবে কারখানা পূর্ণ ক্ষমতায় চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে না, যার ফলে উৎপাদনে দেরি হয় এবং সময়মতো অর্ডার সরবরাহ করা যায় না। বন্দর থেকে মালামাল জাহাজে তুলতে এক সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগে, এনবিআর থেকে দলিল ছাড়পত্রে বিলম্ব হয় এবং সামগ্রিকভাবে সরবরাহ চেইন বিঘ্নিত হয়।

দ্বিতীয়ত, শ্রমিক অসন্তোষ একটি বড় বাধা। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি ও কর্মপরিবেশ নিয়ে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। ইউরোপীয় বাজারের ভোক্তারা এ বিষয়ে সংবেদনশীল এবং অনেক সময় 'মেড ইন বাংলাদেশ' দেখে পণ্য কিনতে অনীহা প্রকাশ করেন। এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ঘন ঘন হরতাল-অবরোধ সরবরাহ চেইনকে ব্যাহত করে।

তৃতীয়ত, ট্রান্সশিপমেন্ট ট্যারিফের নতুন জটিলতা রয়েছে। বাংলাদেশের অনেক পণ্যের কাঁচামাল চীন থেকে আসে। চীন থেকে কাঁচামাল এনে উৎপাদিত পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৪০ শতাংশ ট্রান্সশিপমেন্ট ট্যারিফ প্রযোজ্য হবে, যা প্রতিযোগিতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি ও ছাড়

এই শুল্ক হ্রাসের বিনিময়ে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর জন্য কয়েকটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গম ও তুলা আমদানি বৃদ্ধি এবং ২৫টি বোয়িং বিমান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে ৮৪৪ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে এবং শুল্ক আদায় করেছে ১২৭ কোটি ডলার।

তবে চীনের কাছ থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনা কমিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তা কেনার শর্ত এবং অন্যান্য কূটনৈতিক বিষয়ে বাংলাদেশের চূড়ান্ত অবস্থান এখনো স্পষ্ট করা হয়নি। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশ করা প্রয়োজন যাতে জনগণ জানতে পারে বাংলাদেশ কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও করণীয়

এই কূটনৈতিক সাফল্যের পূর্ণ সুবিধা পেতে বাংলাদেশকে তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ নিতে হবে। তাৎক্ষণিক করণীয়ের মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, বন্দর ও লজিস্টিক সেবার মান উন্নয়ন, এনবিআর-এর কার্যক্রম দ্রুততর করা এবং শ্রমিক কল্যাণ ও মজুরি কাঠামো উন্নত করা।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের মধ্যে রয়েছে পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ ও মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক মানের কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং বিকল্প কাঁচামাল সরবরাহের উৎস খোঁজা। তৈরি পোশাক থেকে শুরু করে চামড়া শিল্প পর্যন্ত সব খাতের বাজার সম্প্রসারণের এটাই উপযুক্ত সময়।

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শুল্ক হ্রাসের এই চুক্তি বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে একটি কূটনৈতিক সাফল্য। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এই চুক্তিকে "ঐতিহাসিক" এবং "সুস্পষ্ট কূটনৈতিক সাফল্য" বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা যথার্থ। কিন্তু এই সাফল্যের পূর্ণ সুবিধা পেতে হলে অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত সমস্যার সমাধান এবং রপ্তানি খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন আবশ্যক।

বৈশ্বিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রাপ্ত সুবিধা কাজে লাগিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং আন্তর্জাতিক মানের পণ্য উৎপাদনে মনোযোগ দিতে হবে। একইসাথে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে একটি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তবেই এই কূটনৈতিক সাফল্য দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে দীর্ঘমেয়াদী অবদান রাখতে পারবে। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী অর্থনীতির জন্য এটি একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে, যার সদ্ব্যবহার করা এখন সময়ের দাবি।

২. বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সংকট ও উত্তরণের পথ

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত বর্তমানে একাধিক জটিল সমস্যায় জর্জরিত। উচ্চ হারে খেলাপি ঋণ, মূলধনস্বল্পতা, তারল্যসংকট ও অতিরিক্ত পরিচালন ব্যয়ের মতো সমস্যাগুলো এ খাতের গতিপথকে স্থবির করে রেখেছে। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই সমস্যাগুলোর পেছনে রয়েছে দুর্বল নীতি, অনিয়ম, জবাবদিহির অভাব এবং রাজনৈতিক প্রভাব। তবে এসব সমস্যার যথাযথ বিশ্লেষণ ও কার্যকর সমাধান প্রয়োগ করতে পারলে দেশের ব্যাংকিং খাত দ্রুতই ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

প্রথমত, ব্যাংকের মালিকানার প্রকৃত ধারণা নিয়ে জনসচেতনতা তৈরি জরুরি। তাত্ত্বিকভাবে ব্যাংকের মালিক হচ্ছেন মূলধন জোগানদাতা, তবে বাস্তবে ব্যাংকের সিংহভাগ মূলধন আসে আমানতকারীদের কাছ থেকে। অথচ বোর্ড গঠনে শুধুমাত্র শেয়ার মূলধন জোগানদাতাদের প্রতিনিধিত্ব থাকায় তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করেন, যা কখনো কখনো আমানতকারীদের স্বার্থবিরোধী হয়। তাই বোর্ডে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষায় স্বাধীন পরিচালকের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, পরিবারকেন্দ্রিক মালিকানার আধিপত্য কমানো অপরিহার্য। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ব্যাংকের বোর্ডে বসে থাকা পরিচালকরা ব্যাংকিং বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না রেখেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মান খারাপ হয় এবং অনিয়ম বাড়ে। এ জন্য এক পরিবার থেকে সর্বোচ্চ একজন পরিচালক দুই মেয়াদের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না—এমন বিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, গ্রাম থেকে শহরে মূলধন পাচার রোধ করতে হবে। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী গ্রামের মানুষ মোট আমানতের ২১.২৭ শতাংশ জোগান দিলেও তারা ঋণ পেয়েছেন মাত্র ১১.৯৮ শতাংশ, যার ফলে প্রায় ৯ শতাংশ মূলধন শহরে পাচার হয়েছে। এ বৈষম্য দূর করতে হলে গ্রামাঞ্চলে ঋণপ্রবাহ বাড়াতে হবে।

চতুর্থত, একক গ্রাহকের ঋণসীমা কমানো জরুরি। বর্তমানে এই সীমা ব্যাংকের মূলধনের ২৫ শতাংশ, যা ব্যাংকের মূলধন কিছুসংখ্যক গ্রাহকের হাতে কেন্দ্রীভূত করে ঝুঁকি তৈরি করছে। পাশাপাশি বড় ঋণের পরিমাণ কমিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণের প্রতি ব্যাংকগুলোকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

পঞ্চমত, ব্যাংক পরিচালকদের নিজ ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার সুযোগ সীমিত বা বাতিল করা উচিত। এ ধরনের ঋণ স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং অনিয়মের সুযোগ তৈরি করে।

ষষ্ঠত, ব্যাংকিং সেবা গরিববান্ধব করতে হবে। ব্যাংকের বর্তমান পরিবেশ অনেক দরিদ্র গ্রাহকের জন্য ভীতিকর। ব্যাঙ্কের সাজসজ্জা, ভাষার ব্যবহার ও আচরণে সাধারণ মানুষ

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

নিজেকে উপেক্ষিত মনে করে। তাই গরিববান্ধব শাখা খোলা, গ্রাহকবান্ধব কর্মী নিয়োগ এবং ব্যাঙ্কিং ভাষাকে সাধারণীকরণ করা অত্যন্ত জরুরি।

সপ্তমত, ঋণের স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য শ্রেণীকৃত ঋণের পূর্ণ বিবরণ নিয়মিত প্রকাশ করা প্রয়োজন। শুধু মোট শ্রেণীকৃত ঋণ জানালেই চলবে না; তার মধ্যে কত শতাংশ 'মন্দ ও ক্ষতিজনক', তা জানাতে হবে।

অষ্টমত, ব্যাংক পরিচালক নিয়োগে যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমলাতান্ত্রিক নির্ভরতা কমিয়ে স্বাধীন পরিচালকদের সংখ্যা বাড়ানো ও তাঁদের যথাযথ সম্মানী নির্ধারণ করতে হবে।

নবমত, অর্থঋণ আদালতের সংখ্যা ও সক্ষমতা বাড়িয়ে দ্রুত ঋণসংক্রান্ত মামলাগুলো নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। একইসঙ্গে একটি স্বাধীন সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি গঠন করে খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

দশমত, বাংলাদেশ ব্যাংককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে সব ধরনের ব্যাংকের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষমতা দিতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিলুপ্ত করে ব্যাংকিং খাতে দ্বৈতশাসনের অবসান আনতে হবে।

এছাড়া ব্যাংকের মূলধন বৃদ্ধির জন্য নীতিমালা সংস্কার প্রয়োজন। ব্যাংকের লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষমতা শুধু মুনাফার ওপর নির্ভরশীল না রেখে মূলধনের পরিমাণের সঙ্গেও যুক্ত করতে হবে, যাতে ব্যাংকগুলো দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হতে পারে।

সবশেষে, ব্যাংকের সংখ্যা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় আনতে হবে। বর্তমানে দেশে অনেক ব্যাংক মূলধন ও তারল্য সংকটে ভুগছে। দেশের অর্থনীতির আকার ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে কতগুলো ব্যাংক দরকার—সে বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি।
সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশে একটি কার্যকর ও সুশাসনভিত্তিক ব্যাংকিং খাত গড়ে তুলতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দক্ষ প্রশাসন এবং সময়োপযোগী সংস্কার অপরিহার্য। সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংক খাতকে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রগতিশীল পথে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

৩. থাইল্যান্ড–কম্বোডিয়া সীমান্ত সংঘাত: ইতিহাস, কারণ ও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক সময়ে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে সীমান্ত সংঘাত ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। দুই দেশের সেনাবাহিনী ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে এবং থাইল্যান্ড কম্বোডিয়ার অভ্যন্তরে বিমান হামলাও চালায়। সংঘাতে অন্তত ৩০ জন নিহত হন এবং সীমান্ত এলাকার দুই লাখ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়ে। থাইল্যান্ডের সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোতে সামরিক আইন জারি করা হয়, আর দুই দেশের জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা তীব্রতর হয়।

এই সংঘাতের মূল শেকড় বহু পুরোনো ইতিহাসে। ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনামলে কম্বোডিয়ার সীমানা সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। ফরাসিরাই কম্বোডিয়ার হয়ে থাইল্যান্ডের সঙ্গে সীমান্ত চুক্তি করেছিল, যা ছিল অস্পষ্ট। এর জেরেই শতবর্ষ ধরে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ লেগে আছে। বিশেষ করে দুটি প্রাচীন মন্দির—প্রেয়া ভিহিয়ার ও প্রাসাত তা মুয়েন থম—কে ঘিরে দ্বন্দ্ব প্রকট। প্রেয়া ভিহিয়ার মন্দির আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে কম্বোডিয়ার অংশ হিসেবে চিহ্নিত হলেও থাইল্যান্ড একে নিজেদের দাবি করে। অন্যদিকে থাই ভূখণ্ডে থাকা প্রাসাত তা মুয়েন থম মন্দিরকেও কম্বোডিয়া ঐতিহাসিকভাবে নিজেদের মনে করে।

এই মন্দিরগুলো শুধু ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে না; বরং দুই দেশের জাতীয় গর্বের প্রতীক। তাই এগুলোকে ঘিরে সংঘাত হয়ে ওঠে রাজনৈতিক হাতিয়ার। সংঘাত শুরু হওয়ার পর দুই দেশের শীর্ষ নেতারাও উত্তেজনাকর বক্তব্য দেন। কম্বোডিয়ার প্রভাবশালী নেতা হুন সেন থাই রাজনৈতিক নেতাদের 'ধূর্ত' আখ্যা দিয়ে কম্বোডিয়ানদের এক হওয়ার আহ্বান জানান। থাইল্যান্ডের নির্বাহী প্রধানমন্ত্রী ফুমথাম ওয়েচাইয়াচাই বলেন, সংঘাত সর্বাত্মক যুদ্ধে রূপ নিতে পারে।

তবে এ যুদ্ধের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে থাইল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

পায়েতংতার্ন সিনাওয়াত্রা ও হুন সেনের মধ্যে ফাঁস হওয়া এক ফোনালাপে থাই সেনাবাহিনীকে অবজ্ঞা করার বিষয়টি প্রকাশ্যে এলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে যায়। থাই সামরিক ও রাজপরিবারপন্থী ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এই ফোনালাপকে পায়েতংতার্নকে ক্ষমতা থেকে সরানোর অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে। পায়েতংতার্নের পরিবার, বিশেষ করে থাকসিন সিনাওয়াত্রা থাইল্যান্ডের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন প্রভাবশালী ছিলেন। থাকসিনের জনপ্রিয়তা এবং সাধারণ মানুষের জন্য নেয়া পদক্ষেপগুলো তাকে জনমনে জনপ্রিয় করে তুললেও সেনাবাহিনী ও রাজপরিবারের মধ্যে ভয় তৈরি করেছিল যে, তিনি তাদের ছায়া থেকে বের হয়ে শক্তিশালী বেসামরিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। ২০০৬ সালে অভ্যুত্থানে থাকসিন ক্ষমতা হারিয়ে নির্বাসনে চলে যান। ২০২৩ সালে দেশে ফিরে নতুনভাবে সক্রিয় হওয়ার পর আবারও রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ে।

সাম্প্রতিক সংঘাতের মাধ্যমে থাই সেনাবাহিনী জাতীয়তাবাদ উসকে দিয়ে জনসমর্থন পেতে শুরু করে। একটি জরিপে দেখা গেছে, দেশের ৮৬% মানুষ সেনাবাহিনীর ওপর আস্থা রাখে, অথচ সরকারের ওপর আস্থা মাত্র ২৩% মানুষের। এ অবস্থায় সেনাবাহিনীর ক্ষমতা আরও বেড়ে গেছে এবং তাদের পক্ষেই নতুন অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সেনাবাহিনী মনে করে, ২০১৪ সালে তাদের তৈরি সংবিধানও যথেষ্ট শক্তিশালী হয়নি, তাই নতুন সংবিধান তৈরির সুযোগের আশায় আছে তারা। কিন্তু পার্লামেন্টে সেনাবাহিনীর পছন্দমতো জোট গঠিত না হওয়ায় এবং নতুন নির্বাচনের আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় সেনাবাহিনী ফের অভ্যুত্থানের পথ বেছে নিতে পারে।

সবশেষে, থাইল্যান্ড–কম্বোডিয়ার এই সীমান্ত সংঘাত কেবল দুই দেশের পুরোনো সীমান্ত বিরোধ নয়; বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে থাইল্যান্ডের জটিল অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা এবং জাতীয়তাবাদকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা। যুদ্ধবিরতি হয়েছে বটে, কিন্তু চূড়ান্ত সমাধান ছাড়া সীমান্তে স্থিতি ফিরবে কি না, তা এখনও অনিশ্চিত।

৪. বিশ্ববাণিজ্যে নতুন সমীকরণ: ট্রাম্পের একতরফা শুল্ক নীতি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে বিদেশি পণ্যের ওপর নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়ে পুরো বিশ্বকে চমকে দেন। এই ঘোষণার ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়, এবং সাময়িকভাবে সিদ্ধান্তটি স্থগিত করা হলেও, ট্রাম্পের প্রশাসন একতরফাভাবে বিভিন্ন দেশের ওপর শুল্ক চাপিয়ে দেয়। বিশ্বজুড়ে এই পদক্ষেপের তাৎক্ষণিক কোনো ধ্বংসাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয় না দেখা দিলেও, বিষয়টি বিভিন্ন দেশের কাছে 'ওয়েক আপ কল' হিসেবে কাজ করেছে।

ট্রাম্পের দাবি বনাম বাস্তবতা

ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, তার এই নীতির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পুনরুজ্জীবিত হবে, বিদেশি বিনিয়োগ আসবে এবং মার্কিন পণ্যের চাহিদা বাড়বে। যদিও তাৎক্ষণিকভাবে তিনি কিছু বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করায় তাকে "ধারাবাহিক বিজয়ী" হিসেবে প্রচার করা হয়েছে, বাস্তবতা বলছে এসব চুক্তি ছিল বেশ সংক্ষিপ্ত ও শর্তযুক্ত।

বিভিন্ন দেশের ওপর বৈষম্যমূলক শুল্ক নীতি

বিশ্ব অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এবং এ ধরনের শুল্ক নীতির প্রভাব অনেক গভীর। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের মতো বাণিজ্য অংশীদারদের ওপর ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, যেখানে যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্তান ও কম্বোডিয়ার মতো দেশগুলোর ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, যারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারসাম্য রাখতে পারেনি।

যদিও ব্যবসায়ীদের জন্য শুল্কের পরিমাণ জানা থাকায় তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে, তবে বিদেশি রফতানিকারকদের জন্য এই নতুন শুল্ক হারে পণ্য রপ্তানি করা ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

এর ফলে বিশ্বব্যাপী পণ্যের দাম বাড়ছে, যা মার্কিন ভোক্তাদের ওপরও প্রভাব ফেলছে।

শুল্কের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব: কে লাভবান, কে ক্ষতিগ্রস্ত

বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, দীর্ঘমেয়াদে এই নীতির নেতিবাচক প্রভাব মার্কিন অর্থনীতি ও বৈশ্বিক বাণিজ্যের ওপর পড়বে। যেমন, জার্মানির মতো দেশ, যার অর্থনীতি মোটরগাড়ি শিল্পনির্ভর, ১৫ শতাংশ শুল্কে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অন্যদিকে, ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ফলে তাৎক্ষণিক প্রভাব কম হলেও দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ ও রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

অ্যাপলসহ অনেক কোম্পানি উৎপাদন চীনের বদলে ভারতে স্থানান্তর করায় ভারতের বাজার কিছুটা লাভবান হলেও, ভিয়েতনাম ও ফিলিপিন্সের মতো দেশ যারা তুলনামূলক কম শুল্কের মুখোমুখি হয়েছে, তারা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পেতে পারে।

অর্থনীতির গতি কিছুটা বাড়লেও, বছরের বাকি সময় প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমদানি শুল্কের মাধ্যমে এ বছর যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি রাজস্ব আয় করেছে, যা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি। তবে এই শুল্ক বৃদ্ধি ভোক্তাদের ব্যয় বাড়াচ্ছে এবং জীবনযাত্রার মানে প্রভাব ফেলছে। ইউনিলিভার ও অ্যাডিডাসের মতো কোম্পানি ইতোমধ্যে তাদের পণ্যের দাম বাড়াতে শুরু করেছে।

বিকল্প জোট গঠনের চেষ্টা ও কূটনৈতিক টানাপড়েন

এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প প্রশাসন নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে 'রিবেট চেক' দেওয়ার কথা ভাবছে, যদিও সেটি বাস্তবায়নের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। এমন পদক্ষেপ রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ ট্রাম্প নিজেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তার নীতিগুলো ভোক্তাদের ওপর বোঝা বাড়াবে না।

যেসব চুক্তি এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, যেমন কানাডা, তাইওয়ান, এবং মেক্সিকোর সঙ্গে, সেগুলো আরও জটিলতা তৈরি করছে। অনেক চুক্তিই এখনো মৌখিক অবস্থায় রয়েছে, এবং বাস্তবায়নের বিষয়টি অনিশ্চিত। যেসব বিদেশি নেতারা ট্রাম্পের শর্ত মানতে রাজি নন, তাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠছে।

এই অবস্থায় অনেক দেশ বিকল্প বাণিজ্য জোটের সন্ধানে আছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের সম্পর্ক জোরদার করার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্য চুক্তি অনিশ্চয়তায় পড়েছে।

সব মিলিয়ে ট্রাম্পের এই শুল্কনীতি বিশ্ববাণিজ্যে এক নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি করেছে। এই নীতির তাৎক্ষণিক সুবিধা থাকলেও, দীর্ঘমেয়াদে এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসনের জন্য কঠিন বাস্তবতা তৈরি করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র যদি সত্যিই বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে যায়, তবে তার দীর্ঘদিনের গড়া অর্থনৈতিক আধিপত্যও হুমকির মুখে পড়তে পারে।

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনই মিলবে না, বরং সামনের বছরগুলোতে এই নীতির পূর্ণ প্রভাব পরিস্কার হবে। ততদিন, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার ভোটারদের সম্মুখীন হতে হবে মূল্যবৃদ্ধি, কম বিকল্প এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের।

৫. গাজায় মানবিক বিপর্যয়: যুদ্ধের ছায়ায় অভুক্ত মানুষ ও আন্তর্জাতিক উদ্বেগ

বর্তমান সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে জটিল ও করুণ মানবিক সংকটের একটি হচ্ছে গাজা উপত্যকার পরিস্থিতি। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বারবার মানবিক বিপর্যয়ের ব্যাপারে সতর্ক করলেও কার্যকর সমাধানের পথ এখনও অনিশ্চিত। যুদ্ধ, অবরোধ ও অপুষ্টির ছায়ায় সেখানে শিশু, নারী ও বয়স্করা জীবনযুদ্ধে পরাস্ত হচ্ছে।

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

জাতিসংঘের সতর্কবার্তা

জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি জানিয়েছে, গাজার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এখন অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। অপুষ্টি ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে, যেখানে প্রায় নব্বই হাজার নারী ও শিশুর জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন। খাদ্য ও চিকিৎসা অভাবে অনাহারে মৃত্যু ইতোমধ্যেই শতাধিক ছাড়িয়ে গেছে।

সরবরাহ বাধা ও ইসরায়েলের অবস্থান

গাজার সব সরবরাহ পথ নিয়ন্ত্রণ করছে ইসরায়েল। তারা দাবি করছে, সাহায্য গ্রহণে কোনো বাধা নেই এবং হামাসের কারণে সাহায্য জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারছে না। অন্যদিকে, বাস্তব পরিস্থিতি বলছে ভিন্ন কথা—খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি সবকিছুরই চরম সংকট দেখা দিয়েছে।

৪. আন্তর্জাতিক সহায়তা ও সীমাবদ্ধতা

ইসরায়েল বিমান থেকে সাহায্য পাঠানোর অনুমতির কথা বললেও সাহায্য সংস্থাগুলো তা যথেষ্ট নয় বলে জানিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও জর্ডানের মতো দেশগুলো সাহায্য পাঠাতে আগ্রহী হলেও ইসরায়েলের অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছে। মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে রাজনৈতিক জটিলতা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও নিন্দা

জার্মানি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য ইসরায়েলের প্রতি সব বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তারা বলেছে, আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা এবং মানবিক সহায়তা অবরুদ্ধ না করাই সভ্যতা ও মানবাধিকারের দাবি। জাতিসংঘ মহাসচিব গুতেরেসও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিষ্ক্রিয়তায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

যুদ্ধের নামে সহিংসতা ও অভিযোগ

গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ) নামে একটি সংস্থা খাদ্য বিতরণে যুক্ত হলেও অভিযোগ উঠেছে, নিরাপত্তা বাহিনী গোলাবারুদ ব্যবহার করছে এমন স্থানেও। একজন সাবেক মার্কিন ঠিকাদার জানিয়েছেন, খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রেও আইডিএফ গুলি ছুঁড়ছে, যা যুদ্ধাপরাধের শামিল। যদিও সংস্থা এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

যুদ্ধবিরতির অনিশ্চয়তা

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল কাতার ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, ফলে যুদ্ধবিরতির আলোচনা স্থগিত রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মন্তব্য, "হামাস মরতে চায়"—এটি সমঝোতার পথ রুদ্ধ করেছে বলে অনেকেই মনে করেন। যদিও মধ্যস্থতাকারীরা আশার আলো এখনো দেখছেন।

ধ্বংসস্তূপে গাজা ও ভবিষ্যৎ আশঙ্কা

ইসরায়েলের অভিযানে ইতোমধ্যেই গাজায় প্রায় ৫৯ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে এবং ৯০ শতাংশ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। খাদ্য, ঔষধ, জ্বালানির ঘাটতি চরমে পৌঁছেছে। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা জোরালো হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে। পরিস্থিতি প্রতিদিন আরও বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছে।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র স্বীকৃতি প্রসঙ্গ

ফ্রান্স ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। যুক্তরাজ্যের এক তৃতীয়াংশ এমপি একই আহ্বান জানিয়েছেন। কানাডাও স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা জানিয়েছে। দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানকে সামনে রেখে বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে।

গাজার পরিস্থিতি আমাদের মানবতা, আন্তর্জাতিক নৈতিকতা ও বৈশ্বিক ঐক্যের এক কঠিন পরীক্ষা। শিশুদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার আগেই যদি গুলি ও ক্ষুধা তাদের কেড়ে নেয়, তবে সভ্যতার অস্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। সময় এসেছে মানবতা ও ন্যায়ের পক্ষে সাহসী অবস্থান নেওয়ার।

সমাপ্ত

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!
Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

Live MCQ কী এবং কেন?

Live MCQ বাংলাদেশের **প্রথম প্রতিযোগিতামূলক অনলাইন পরীক্ষাকেন্দ্র**। বাংলাদেশের সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (যেমন, বিসিএস ও বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা) প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার্থীরা বেশ কয়েকটি সমস্যায় পড়েন, সেসব সমস্যার সমাধান করাই **Live MCQ** এর প্রধান লক্ষ্য। একটু বিস্তারিত বলা যাক -

বাংলাদেশের কয়েকটি চাকরির পরীক্ষা (যেমন, NTRCA, BJS) ছাড়া বাকি প্রায় সব চাকরির প্রিলি পরীক্ষা প্রতিযোগিতামূলক। আপনি পড়াশুনা করলেন, মডেল টেস্টের বইতে পরীক্ষা দিয়ে ভাল নাম্বার পেলেন আর ভাবলেন যে কাট মার্কতো এমনই থাকে তাই প্রস্তুতি ঠিক আছে। আসলেই কি তাই?

পরিসংখ্যান বলে, চাকরিভেদে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাশ করতে হলে আপনাকে প্রথম ৫-১০% এর মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে আপনি কোনভাবেই নিজের অবস্থান জানতে পারছেন না। কারণ, আপনি কখনোই প্রিলি পরীক্ষার আগে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। যেমন, বিসিএসের প্রিলির জন্য আপনি একা একা মডেল টেস্ট দিয়ে যে প্রশ্নে ১১০ পেলেন এবং আগের বছরের কাট মার্কগুলো দেখে নিশ্চিত ভেবে বসলেন যে প্রস্তুতি ঠিক আছে। আদতে দেখা যাবে, সেই একই প্রশ্নে পরীক্ষা হলে, ৪ লাখ পরীক্ষা দিলে, ২৫ হাজার পাবেন ১২০ এর উপরে। পুরোটাই নির্ভর করছে প্রশ্ন কঠিন না সহজ হলো তার উপর। অর্থাৎ, এই প্রশ্নে পরীক্ষা হলে আপনার পাশ করার কোন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

প্রস্তুতির প্রকৃত অবস্থান জানতে আপনি যাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ঠিক তাদের সাথেই পরীক্ষা দিতে হবে, একা নয়।

Live MCQ আপনাকে সেই সুযোগটি করে দিয়েছে। **Live MCQ** ব্যবহার করে, আপনি -

- ঘরে বসেই বিসিএস এবং অন্যান্য চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবেন।
- চূড়ান্ত পরীক্ষার মত একটি নির্দিষ্ট সময়ে হাজারো পরীক্ষার্থীর সাথে Live পরীক্ষায়/মডেল টেস্টে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন।
- একই 'মডেল টেস্টে' সকল প্রতিযোগীর সাপেক্ষে আপনার প্রস্তুতি এবং অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কোন প্রকার আলাদা পরিশ্রম ও সময় ব্যয় না করে প্রতিটি প্রশ্নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রেফারেন্সসহ পাবেন।
- আপনি যে কোন সময় আর্কাইভ থেকে পুরাতন প্রশ্নপত্র দেখতে ও পড়তে পারবেন এবং এই প্রশ্নে পরীক্ষা দিতে পারবেন।

Live MCQ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ✓ প্রকৃত প্রতিযোগীদের সাথে একই সময়ে LIVE মডেল টেস্ট।
- ✓ পুরোপুরি বিজ্ঞাপনমুক্ত (Ad Free)।
- ✓ চূড়ান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত মডেল টেস্ট।
- ✓ বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য রয়েছে টপিকগুরু।
- ✓ প্রতি সপ্তাহে ২০০ মার্কের ফ্রি মডেল টেস্ট।
- ✓ স্মার্ট সার্চের মাধ্যমে যে কোন প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা সহজেই খুঁজে পাওয়ার সুযোগ।
- ✓ কনফিউজিং ও বিতর্কিত সমস্যা নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা **(তথ্যকল্পদ্রুম)**।
- ✓ নিজের মত করে টপিক, প্রশ্নসংখ্যা ও সময় নির্ধারন করে কুইজ পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ।
- ✓ বিষয়ভিত্তিক ভিডিয়ো ক্লাস ও ক্লাস টপিকের উপর পরীক্ষা।
- ✓ প্রতি পরীক্ষার শেষে ভুল ও ছেড়ে দেয়া প্রশ্নগুলো একসাথে দেখতে পাবেন Wrong and Unasnwered বাটনে।
- ✓ পরিবর্তিত তথ্যের জন্য রয়েছে **ডায়নামিক ইনফো প্যানেল**।
- ✓ নিয়মিত রিয়েল জবের উপর লাইভ পরীক্ষা ও জব সল্যুশনের সমৃদ্ধ আর্কাইভ।
- ✓ এপসের মধ্যেই পাবেন স্টাডি গ্রুপে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ।

প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই প্রস্তুতি নিন। আপনি এই দুইটির যেকোনো একটির মাধ্যমে আমাদের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে পারবেন:

Andriod App	ios App	Website
[Play Store Link]	[App Store Link]	livemcq.com

Warnning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ!